68

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 28 APR 1996 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ

প্রশাসনিক ব্যর্থতার দায়ভার সমগ্র শিক্ষক সমাজ নিতে পারে না

—গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ), ২৭শে এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– গত ১৫ ও ১৬ই এপ্রিল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ছাত্র বিক্ষোভের জন্য প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে দায়ী করে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম বলেছে, এর দায় সমগ্র শিক্ষক সমাজ নিতে পারে না।

সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ সন্ত্রাস ও দলীয় কোন্দলসহ নানা অবাঞ্ছিত কারণে বারবার স্থগিত বার্ষিক পরীক্ষাসমূহ (কোন কোন ক্ষেত্রে ৫ মাস) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত তারিখে অনুষ্ঠিত হবে এটা ছাত্র সমাজের কামনা থাকলেও ছাত্রদের একাংশ গ্রেফতারকৃত এক ছাত্রনেতার 'মুক্তির দাবির অজুহাতে' হরতাল আহ্বান করে এবং ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বাধা দেয়ার সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বৃহত্তর ছাত্র সমাজের মধ্যে এতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং পরীক্ষার্থীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পরীক্ষার হলে এসে তা তালাবন্ধ ও হলগেটে লাঠিসোটা নিয়ে সন্ত্রাসীদের অবস্থান দেখতে পায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থা অপ্রতুল থাকার কারণে পরীক্ষা দেয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব ছাত্র সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

শিক্ষক ফোরাম নেতৃবৃন্দ বলেন ঃ সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের প্রয়াসকে সুসংহত করে পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিশ্চিত লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করলে পরীক্ষা অনুষ্ঠান করা যেত। সুতরাং প্রশাসনের ব্যর্থতার দায়ভার সমগ্র শিক্ষক সমাজের উপর চাপানো যেতে পারে না।

নেতৃবৃন্দ বলেন ঃ সেশনজটে অতীষ্ঠ এবং পরীক্ষা দেয়ার জন্য উন্মুখ বৃহত্তর ছাত্র সমাজের বিক্ষোভকে পুঁজি করে 'কিছু সন্ত্রাসী' ১৫ই এপ্রিল প্রশাসনিক ভবন ভাংচুরসহ উপাচার্যের বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। ১৬ই এপ্রিল সাধারণ ছাত্রদের মিছিলের পথ পরিক্রমা শেষ হবার পর মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসী পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ফ্যাকাল্টি ভবন ভাংচুরসহ জি টি আই–এর গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত গাড়ি ভাংচুর করে। এক কথায় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

সাম্প্রতিককালে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বিপুল হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে শিক্ষক ফোরামের বিবৃতিতে বলা হয়েছে ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকিসহ লাঞ্ছিত করার জন্য শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক নাম উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে।

বিগত দিনের সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষীয় নিষ্ক্রিয়তা সন্ত্রাসী ঘটনাকে পরোক্ষভাবে সাহস যুগিয়েছে বলে অভিযোগ করে শিক্ষক ফোরাম নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটিয়ে যারা শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত করছে ও ছাত্রদের জীবন থেকে অমূল্য সময় কেড়ে নিচ্ছে দলমত নির্বিশেষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন এবং যেকোন মূল্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখাসহ শিক্ষার পরিবেশ সমুন্নত রাখার পক্ষে শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তের সাথে জোর একাত্মতা প্রকাশ করেছেন।